তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ১ম বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা ❑ সেপ্টেম্বর ২০১০ ❑

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ কার্যক্রম প্রসারে প্রকল্পের এনিমেটরদের নিয়ে রিইবের প্যারালিগাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৫-১৯ আগস্ট ২০১০

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের গতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)-এর উদ্যোগে এবং রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় গত ১৫-১৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে পাঁচ দিনব্যাপী প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) থেকে রিপন পল স্কু ও তাসমিন আক্তার এবং এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) থেকে প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন মো: শফিকুল ইসলাম ও ধৃতব্রত সেন লিটন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রবিদাস, হরিজন, বেদে, ঋষি ও মুন্ডা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন ।

ঢাকায় রিইবের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে আসক-এর প্রশিক্ষকগণ বাংলাদেশের সংবিধান ও সিডওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, জেন্ডার বৈষম্য ও সমতা, নির্যাতন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইনসহ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি বলেন, এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যতগুলো আইন হয়েছে তার মধ্যে এই আইনটিই হচ্ছে সবচেয়ে যুগান্তকারী আইন। কারণ এই আইন হওয়ার আগে এদেশের নাগরিকদের সরকারী তথ্য পাবার কার্যত কোন সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ আমলের গোপনীয়তার আইনের অজুহাতে এতদিন পর্যন্ত সরকারী লোকজন নাগরিকদেরকে তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। কিন্তু এই আইন হওয়ার ফলে এখন এদেশের নাগরিকদের তথ্য জানার ক্ষেত্রে আর কোন বাঁধা নেই। তবে সরকার এই আইন করলেও এতদিন পর্যন্ত জনগণ তা না জানার কারণে এখনো তথ্য জানার ক্ষেত্রে ডিমান্ড সাইড তৈরী হয়নি। ফলে এই আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া এখনো প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। এই আইন সম্পর্কে যদি জনগণ জানতে পারে তাহলে তথ্য আবেদনের মাধ্যমে এদেশের অনেক দূর্নীতির ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এতে সরকারের টনক নড়বে। ফলে সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে এদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই রিইবের মাধ্যমে আমরা এই আইনটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। হয়তঃ এটা করতে গিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন বাঁধার মুখে পড়তে হবে। কারণ আমরা এর মাধ্যমে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি থেকে তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতির দিকে যাচ্ছি। ভারতে এই কাজটি বর্তমানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কারণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের আন্দোলনে অন্য অনেকের সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র লোকজনই সামিল হয়েছে। কাজেই আমাদেরকেও এই কাজে নিজেদের সামিল করতে হবে। নিজেকে তথ্য আবেদন করতে হবে, অন্যদেরকেও এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে এবং তথ্য আবেদন প্রদানের কথা বলতে হবে।

রিইব অফিসে প্যারালিগাল ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের তথ্য আবেদনের চিত্র জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০১০

তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ প্রদান

কমিউনিটি	বিবরণ			
	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাবপ্রাপ্তি	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল	তথ্য কমিশনে অভিযোগ
বেদে	২৩	-	১৫	০৭
রবিদাস	৩৪	১৫	০২	-
হরিজন	১৯	০২	০৬	-
মুন্ডা	৩৩	০১	০৪	-
ঋষি	৩০	০৪	১৫	০৮
মোট	১৩৯	২২	৪২	১৫

সূত্র: জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর, ২০১০ এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখিত ছক তৈরী করা হয়েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রর প্রশিক্ষক রিপন পল স্কু অধিকার সম্পর্কে বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার। তাই অধিকার প্রদানের দায়িত্ব তার। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সরকারের সাথে যে সম্পর্ক আছে তার স্বীকৃতিই হচ্ছে অধিকার। সরকার "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" করে নাগরিক হিসাবে আপনাদেরকে তথ্য জানার অধিকার প্রদান করেছে। এই অধিকার

পেতে গেলে আপনাদেরকে অবশ্যই তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। তাসমিন আক্তার নারীর সমানাধিকার, জেন্ডার ইস্যু, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে এএলআরডি'র প্রশিক্ষকগণ বলেন, "আমরা জানি, জমিজমা নিয়ে আমরা সকলেই সমস্যার মধ্যে থাকি কারণ কেউ কেউ এই সমস্যা গুলোকে অহেতুক জটিল করে রাখে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টিকে জটিল করে নিজের ফায়দা হাসিল করে নেয়া। একারণে ভূমি সম্পর্কিত বিষয়াদির সাথে দুর্নীতির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই দূর্নীতি রোধ করতে হলে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাপক তথ্য জানা খুবই জরুরী।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রয়োগ বিষয়ে প্রথম আলোচনা সভা

তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগে সুধী সমাজ, এনজিও ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ্স, বাংলাদেশ (রিইব) ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ প্রথম বারের মত আয়োজন করল তথ্য অধিকার বিষয়ক মাসিক আলোচনা সভা। রিইব এখন থেকে প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এ ধরনের আলোচনা সভা নিয়মিত আয়োজন করে যাবে। উক্ত আলোচনা সভার সূচনা বক্তব্যে রিইব-এর নির্বাহী পরিচালক ড.মেঘনা গুহঠাকুরতা রিইব-এর তথ্য অধিকার প্রকল্পের গঠন এবং কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন রিইব-এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি। তিনি তার বক্তব্যে আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে যত আইন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ আইন হচ্ছে এই তথ্য অধিকার আইন। এই আইনে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা এই আইন ব্যবহার করে কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। এরপর রিইব-এর তথ্য অধিকার প্রকল্পের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করতে যেয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। ড. শামসুল বারি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে সমস্যা নির্ধারণ করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র লিখতে অনুরোধ করেন। অংশগ্রহণকারীরা আবেদনের বিষয় ঠিক করে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকে একটি করে তথ্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

রিইব উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা সভায় রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি এবং উপস্থিত জনগোষ্ঠী

উক্ত আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ভারতের তথ্য অধিকার কর্মী দিল্লীর কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভস্ এর সোহিনী পাল এবং কলকাতার ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কম্যুনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার এর সুব্রত কুন্ডসহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নকর্মী ও ছাত্রসমাজ।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা

"আপনার একটা আবেদনের তথ্য আমার ভুলের কারণে অনেক দিন ধরে অফিসে পড়ে আছে, আপনি তা নিয়ে যান"

আমি মো. সউদ খান, বেদে সরদার, বাংলাদেশের একজন নাগরিক। গত ১৫/০৩/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর কাছে অত্র উপজেলার কুমারভোগ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে কতজন বয়স্ক ভাতা পেয়েছে তাদের নামের তালিকা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের জবাব প্রদানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করি। আইন অনুযায়ী এতেও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে এবং আইনটি নতুন হওয়ার ফলে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাব প্রদানের জন্য আইনে নির্ধারিত সময়ের চেয়েও বেশি সময় দিয়েছি। কিন্তু তাতেও কোন কাজ না হওয়াতে আমি গত ২৭ আগস্ট ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে বাধ্য হই। উল্লেখ্য যে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে অপর আরেক বিষয়ে উক্ত অফিসে তথ্য আবেদন করতে গেলে অফিসের কর্মরত ক্লার্ক আমার আবেদনটি গ্রহণ করে বলেন, "আপনার একটা আবেদনের তথ্য আমার ভুলের কারণে অনেক দিন ধরে অফিসে পড়ে আছে, আপনি তা নিয়ে যান"।

"উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাবার পর আবেদনের জবাব দেব"

গত ২৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে আমি মিঠুন দাস ৫নং খাতামধুপুর ভূমি অফিসে ৮নং রেজিষ্টার ১নং খতিয়ানে কোন মৌজায় কত খাস জমি আছে তা জানার জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আবেদন জমা দিতে যাই। ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা আবেদনটি পড়ে বলেন আপনি উপজেলা ভূমি অফিসে জমা দেন। তখন আমি তাকে বলি, আপনি যে এই আবেদন নিতে পারবেন না তা লিখে দেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আমাকে আবারো বলেন, আপনি ভূমি অফিসে জমা দেন। এভাবে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আমার কথা শুনে বলেন, ঠিক আছে আমি আপনার আবেদন পত্রটি জমা নিচ্ছি। এরপর তিনি আমার আবেদন পত্রটি জমা নেন এবং বলেন, "আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ উপজেলা স্যারের সাথে কথা বলে আপনার আবেদনের জবাব দেব"।

"আমাদের কাছে সাদা কাগজে আবেদন করলে আমরা যে প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে থাকি তা আপনাদের যুবসমাজকে দিতে পারবো"

আমি মুন্না দাস, এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে গত ১২ আগস্ট ২০১০ তারিখে তথ্য আবেদনের জবাব নেওয়ার জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাই। তখন উক্ত কর্মকর্তা আমাকে দরজার

কাছে দেখে অফিসের ভিতরে ডেকে নিয়ে চেয়ারে বসতে দিয়ে আমি কেমন আছি তা জানতে চান। তারপর বলেন, "ভাই, আপনার তথ্য আবেদনের জবাব আজকে দিতে পারছিনা। আপনি দয়া করে ৩০ আগস্ট ২০১০ তারিখে আসেন। যদি আপনি নাও আসতে পারেন, তাহলে পোস্টের মাধ্যমে তা আপনাকে পাঠিয়ে দেব। সেদিনের কথামত আমি ৩০ আগস্ট ২০১০ তারিখে অফিসে যাই। তিনি আমাকে দেখে আবারো চেয়ারে বসতে বলেন এবং আমার আবেদন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানতে চান, যে কোন লোক আবেদন করলে কি তথ্য দিতে হবে? তখন আমি তাকে বলি, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক আবেদন করে তথ্য পেতে পারেন। কারণ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী সকল নাগরিককে তথ্য জানার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে আপনাকে আবেদনের জবাব দিতে হবে। তিনি আমার কথা শুনে রিইবের তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ বইটি আবার পড়েন এবং সাথে সাথেই আমাকে আবেদনের জবাব হাতে লিখে দেন। এরপর তিনি বলেন, "আমার অফিস থেকে যে সেবাগুলো দেওয়া হয় যদি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজন না পেয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছে সাদা কাগজে আবেদন করলে আমরা যে প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে থাকি তা আপনাদের যুবসমাজকে দিতে পারবো"।

"এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে তথ্য আবেদন করা ও তথ্য জানা আমাদের সকলের অধিকার"

আমি রাধা রানী দাস, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার খানপুর গ্রামের অবহেলিত ঋষি পাড়ার একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মহিলা। আমি সারাদিন পরের খেতে দিনমজুরী আর গৃহের কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে আসছি। পাড়ার উন্নয়নের জন্য সরকারিভাবে কি ধরনের বরাদ্দ আসে তা আমার জানা ছিল না। আমি একদিন এলাকার কবিতা দাসের বাড়িতে পরিত্রাণ সংগঠনের এনিমেটর অসীম দাসের সাথে আলোচনায় বসে ঐ সকল বরাদ্দের বিষয়সহ তথ্য কি, কোথায় গেলে তথ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জানতে পারি এবং কিভাবে আবেদন লিখতে হয়, জমা দিতে হয়, তথ্য না পেলে কোথায়, কতদিন পরে তথ্য পাওয়ার জন্য আপীল করতে হয় তা বিস্তারিত জানতে পেরে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে তালা উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে কৃষকদের মধ্যে

রিইব তথ্যকর্মী মুন্না দাস রবিদাস কমিউনিটিতে তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করছেন

বর্তমানে কতটা কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করি। কিন্তু ঐ কর্মকর্তা আমাকে তথ্য না দিলে আমি জেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকটে তথ্যের জন্য আপীল আবেদন করি। সেখান থেকেও কোন তথ্য না পেয়ে আমি তথ্য অধিকার আইনের ধারা অনুসারে প্রধান তথ্য কমিশনারের বরাবরে লিখিত অভিযোগ ডাকযোগে পাঠিয়ে দিই। আমার তথ্য পাওয়ার আইনগত অধিকারের কারণে তথ্য কমিশন আমার লিখিত অভিযোগের উপরে ভিত্তি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আমার আবেদনের তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়; যার অনুলিপির কপি আবেদনকারী হিসাবে আমাকেও পাঠানো হয়। এর কিছুদিন পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসে ডেকে নিয়ে আমাকে লিখিত আকারে আবেদনকৃত তথ্যের ছাপানো ফটোকপি দিয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে তথ্য আবেদন করা ও তথ্য জানা আমাদের সকলের অধিকার।

"আমার বাড়িতে চিঠি ?"

আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে অফিসিয়াল চিঠির আদান প্রদান সাধারণত সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা করে থাকে। আমরা দলিত মানুষ হওয়ার সুবাদে আমাদের কাছে কেউ চিঠি পাঠায় না। আমরা কাউকে কোন চিঠি আজ পর্যন্ত দেইনি। গত বছর বাংলাদেশ সরকার "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নামে একটা আইন পাশ করেছে। যার উপরে ভিত্তি করে আমরা নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গত ২৪ জুলাই ২০১০ তারিখে তালা উপজেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় বরাবর তালা উপজেলায় বিগত দিনে কতজন কৃষককে কৃষি ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন করি। আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে কোন উত্তর বা জবাব না দিলে পরে আমি ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাতক্ষীরা জেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকটে আপীল আবেদন করি। তিনিও আমাকে আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব না দিলে আমি বাধ্য হয়ে প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ রাষ্ট্রীয় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেই। এর বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ তথ্য কমিশন থেকে একটি চিঠি আমার ঠিকানায় পৌছে দেয়। ডাক পিয়ন যখন আমার হাতে খামটি ধরিয়ে দেয় তখন আমার মনটা আনন্দে ভরে যায়। নিজের অজান্তেই বলে ফেলি, "আমার বাড়িতে চিঠি?"। পরে আমি চিঠির খামটা খুলে যখন বিষয়বস্তু জানতে পারি তখন থেকে নিজেকে আরো গর্বিত মনে করছি। কারণ আমি এর আগে অনেক জায়গায় চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু আজ অবধি তার কোন উত্তর আমি না পেয়ে খুবই হতাশাবোধ করছিলাম। তবে কমিশনের চিঠি পেয়ে তালা উপজেলার কৃষি অফিসের কর্মকর্তা আমাকে ফোন করে অফিসে এসে তথ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করার পরও সেখানে আমি তথ্য নিতে যেতে না পারার কারণে ঐ কর্মকর্তা আমাকে ডাকযোগে তথ্যের কপি

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় রিইব অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। সবাই আমন্ত্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক -২৫, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তখন আমি সত্যিই নিজকে এদেশের নাগরিক হিসাবে পরিচয় দিতে আরো গর্ববোধ করছি।

শ্যামনগরে মুন্ডা জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে পাঠানো অভিযোগপত্রের নমুনা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (অস্থায়ী ভবন)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।

বিষয়: অভিযোগ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
আমি অলকা রাণী দাস, বাংলাদেশের একজন নাগরিক। আমার ঠিকানা হচ্ছে গ্রাম- খানপুর, ডাকঘর- তালা, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। আমি এদেশের "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে তালা উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধানের কাছে গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছি।
১. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বর্তমানে কি কি ধরনের নাগরিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে সেগুলোর নামের তালিকা ও নিয়মাবলীর কপি।
উল্লেখ্য যে, "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর ৯ (১) ধারা অনুযায়ী তথ্য আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী হিসেবে আমাকে উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও এ পর্যন্ত কোন তথ্য বা জবাব বা আদেশ প্রদান করেননি। তাই আমি একই আইনের ২৪ (১), (২), (৩) ও (৪) ধারার ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে আপীল আবেদন করেছি। কিন্তু আইন অনুযায়ী আপীল আবেদন গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করার বিধান থাকলেও আজ অবধি আমাকে কোন তথ্য বা জবাব বা নির্দেশ বা উত্তর প্রদান করা হয়নি। আমি মনে করি, এটা আইনের সংশিষ্ট ধারার সুস্পষ্ট লংঘন এবং অবমাননার শামিল।
তাই এদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনটিকে সমুন্নত রাখার জন্য আইনের ২৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারার (যেমন - (১), (২), (৩), (৪), (৫) (৬), (৭), (৮), ও (৯)) ভিত্তিতে আপনার কাছে অভিযোগ দাখিল করতে বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, আইনের ২৫ এর (১০), ২৬ ও ২৭ ধারা-উপধারা অনুযায়ী আমার অভিযোগ নিষ্পন্ন করে একজন নাগরিক হিসেবে আমার তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনটিকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করবেন।

আপনারই বিশ্বস্ত
অভিযোগকারীর স্বাক্ষর:
(অলকা রাণী দাস)

সংযুক্তি:
১. তথ্য আবেদনপত্রের রিসিভ কপির ফটোকপি
২. আপীল আবেদনের কপি ও
৩. রেজিষ্টার ডাকযোগে আবেদন ও আপীল পাঠানোর প্রমাণ স্বরূপ রসিদ কপি।

ঢাকায় নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত কর্মশালায় রিইব এনিমেটর মুন্না দাসের রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভস্, নাগরিক উদ্যোগ ও তথ্য অধিকার আন্দোলনের যৌথ আয়োজনে গত ২১-২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা। উক্ত কর্মশালায় রিইব-এর সৈয়দপুরের এনিমেটর মুন্না দাসকে একজন রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুন্না দাস তাঁর বক্তব্যে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে তার কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি যখন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে একের পর এক তথ্য প্রাপ্তির সফলতা ও চ্যালেঞ্জের ঘটনা বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন তখন উপস্থিত সবাই বিস্ময়ের সাথে তাঁর কথা শুনছিল। তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আরও বেশি বেশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ -এর বর্তমান ঠিকানা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (অস্থায়ী ভবন), এফ/৪-এ,
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেহরিং প্লাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de